আপনি কি জানেন
কিভাবে আপনি প্রতিবেশী প্রতিবন্ধীদের সাহায্যে আসতে পারেন?
যে পরিষেবা বা সুযোগ সুবিধাগুলি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আইন অনুসারে প্রাপ্য

প্রতিবন্ধী কল্যাণ শাখা

সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তর,
ত্রিপুরা সরকার।

আপনি কি জানেন কি ভাবে আপনি প্রতিবেশী প্রতিবন্ধীদের সাহায্যে আসতে পারেন ? যে পরিষেবা / সুযোগ-সুবিধাগুলি সরকারীভাবে পাওয়া যায়

প্রতিবন্ধী ব্যক্তি (সমান সুযোগ, অধিকার সুরক্ষা এবং পূর্ণ অংশ গ্রহণ আইন অনুসারে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রাপ্য বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা সম্বন্ধীয় সরকারি পরিষেবাবলি)ঃ-

১) ১৯৯৫ ইং সনে স্বাধীনতার ৪৬ তম বৎসরে প্রতিবন্ধী ব্যক্ত (সমান সুযোগ, অধিকার সুরক্ষা এবং পূর্ণ অংশ গ্রহণ) আইন ভারতের পার্লামেন্টে গৃহীত হয়।

২) ত্রিপুরায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তি (সমান সুযোগ, অধিকার সুরক্ষা এবং পূর্ণ অংশ গ্রহণ) নিয়মাবলী ১৯৯৭ ইং সনে তৈরি হয় ও তা প্রযোজ্য হয়।

৩) এই আইনে 'প্রতিবন্ধকতা' বলতে বোঝায় ঃ-

ক) অন্ধত্ব
খ) ক্ষীণদৃষ্টি
গ) কুষ্ঠরোগে আরোগ্যলাভ করেছেন কিন্তু শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তি
ঘ) শ্রবন প্রতিবন্ধী
ঙ) শারীরিক প্রতিবন্ধী
চ) মানসিক প্রতিবন্ধী
ছ) মানসিক অসুস্থতা

এবং

৪) এই আইনে ' প্রতিবন্ধী ব্যক্তি' বলতে, ন্যূনতম ৪০ শতাংশ প্রতিবন্ধকতা সম্পন্ন প্রমাণপত্র প্রাপ্ত ব্যক্তিকে বোঝায়।

৫) ' পুনর্বাসন' বলতে বোঝায় এমন একটি সমন্বিত প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক, সামাজিক কাজকর্ম ও বুদ্ধিমত্তার মান উন্নয়ন করা সম্ভব।

৬) প্রতিবন্ধী আইনের সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি গঠন করেন। এই কমিটির ৩৪ জন সদস্যরা হলেন:-

ক) চেয়ারম্যান - রাজ্য সমাজ কল্যাণ দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী
খ) সদস্য সচিব- রাজ্য সরকারের সমাজ কল্যাণ দপ্তরের কমিশনার/ সচিব
গ) সদস্য- রাজ্য সরকারের অনুমতি অনুসারে স্বাস্থ্য, পূর্ত, গ্রামোন্নয়ন, সাধারণ প্রশাসন (ব্যক্তিগত ও প্রশিক্ষণ), উপজাতি কল্যাণ, তপশীলি জাতি কল্যাণ ইত্যাদি দপ্তরের সচিব
ঘ) সদস্য- ৫ জন প্রতিবন্ধী যারা রাজ্য সরকার দ্বারা মনোনীত
ঙ) সদস্য- রাজ্য বিধানসভার ৩ জন সদস্য
চ) প্রতিবন্ধী কল্যাণ দপ্তরের কমিশনার/ সচিব প্রতি ৬ মাসে এই কমিটির একবার মিটিং-এ বসে প্রতিবন্ধীদের কল্যানার্থে সংশ্লিষ্ট আইনের বাস্তবায়নের বিভিন্ন দিকগুলি খতিয়ে দেখে।

৭) রাজ্য কার্য্যকারী কমিটি প্রতি ৩ মাসে একবার মিটিং -এ বসে রাজ্য কো- অর্ডিনেসন কমিটির সিদ্ধান্তগুলিকে বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে কাজ করে। এই কমিটির ১৯ জন সদস্যরা হলেন ঃ-

ক) চেয়ারম্যান- রাজ্য সরকারে সমাজ কল্যান দপ্তরের কমিশনার/ সচিব
খ) সদস্য সচিব- রাজ্য সরকারের সমাজ কল্যান দপ্তরের অধিকর্তা
গ) সদস্য- রাজ্য সরকারের অনুমতি অনুসারে স্বাস্থ্য, পূর্ত, গ্রামোন্নয়ন, সাধারণ প্রশাসন (ব্যক্তিগত ও প্রশিক্ষণ), উপজাতি কল্যাণ, তপশীলি জাতি কল্যাণ ইত্যাদি দপ্তরের অধিকর্তা।

৮) ১৭-১-১৯৯৭ইং সন থেকে ত্রিপুরায় প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকার ও স্থানীয় কতৃপক্ষের মঞ্জুরীকৃত অর্থের তদারকি, অধিকার ও সুযোগ সুবিধা সুরক্ষার ব্যাপারে অভিযোগ গ্রহণের জন্য একজন কমিশনার নিযুক্ত করা হয় যিনি প্রয়োজনে সমন জারি ও সাক্ষী তলব করবেন।

এই আইনে প্রতিবন্ধকতা প্রতিরোধ ও সনাক্তকরণের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থাবলী গ্রহন, প্রশিক্ষণ ও জনসচেতনতা বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে।

সব বয়সের সব ধরনে প্রতিবন্ধীদের জন্যে যে সুবিধাগুলি আছে ঃ-

১) প্রতিবন্ধী সনাক্তকরণ পরীক্ষা করতে হলে নীচে উল্লেখিত কেন্দ্রগুলিতে যোগাযোগ করতে হবে। যদি নিশ্চিত হওয়া যায় যে ব্যক্তিটির শারীরিক বা মানসিক প্রতিবন্ধকতা আছে তবে তাঁকে প্রতিবন্ধকতা সার্টিফিকেটের জন্যেও ঐ কেন্দ্রগুলিতে যোগাযোগ করতে হবে।

নং	কেন্দ্রের নাম	ঠিকানা	ফোন নং	সাক্ষাতের দিন ও সময়
১)	পশ্চিম জেলা প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন কেন্দ্র	শ্যামলী বাজার, কুঞ্জবন, আগরতলা	০৩৮১-২৩৫৭৩৬	যে কোন অফিস খোলার দিন ১০টা থেকে ২ টা এবং কেবলমাত্র বুধবারে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়।
২)	দক্ষিণ জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারীকের কার্যালয়	উদয়পুর,	৯৫৩৮২১-২২২২২১	যে কোন অফিস খোলার দিন ১০ টা থেকে ২ টা এবং কেবলমাত্র বুধবার সার্টিফিকেট দেওয়া হয়।
৩)	উত্তর জেলা প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন কেন্দ্র	আর. জি. এম হাসপাতাল, কৈলাসহর	৯৫৩৮২২-২৬৫২৩২	যে কোন অফিস খোলার দিন ১০ টা থেকে ২ টা এবং সার্টিফিকেট দেওয়া হয়।
৪)	ধলাই জেলা প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন কেন্দ্র, আমবাসা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারীকের কার্যালয়	কুলাই	৯৫৩৮৩৬-২২২৪৫৯ /৯৫৩৮২৬-২২২৩২৩	যে কোন অফিস খোলার দিন ১০ টা থেকে ২ টা এবং কেবলমাত্র বৃহস্পতিবার সার্টিফিকেট দেওয়া হয়।

২) প্রতিবন্ধীদের জন্যে সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে/ বিদ্যালয়ে র‍্যাম্প ও বিশেষ শৌচাগারের ব্যবস্থা রাখা বাধতামূলক।

৩) ত্রিপুরা পরিবহন নিগমের বাস এবং বেসরকারি বাসগুলিতে দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধীরা বিনা ভাশায়, শারীরিক ও অন্যান্য শ্রেণির প্রতিবন্ধীরা ৫০ শতাংশ কম ভাড়ায় যাতায়াত করার সুযোগ পান। শারীরিক প্রতিবন্ধী, মানসিক প্রতিবন্ধী, দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী, শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের জন্য রেল ভাড়ার ক্ষেত্রে ৭৫ শতাংশ ছাড় দেওয়া হয়ে থাকে। ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্স কর্তৃপক্ষ, দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে মূল ভাড়ার ৫০ শতাংশ ছাড় দিয়ে থাকনে।

৪) সর্বোপরি সব ধরনের সুবিধা-অসুবিধাগুলি অভিযোগ প্রতি সোমবার বেলা ১টায় স্টেট কমিশনার ফর পারশনস ওয়িথ ডিসেবিল্যাটিস, অভয়নগর অফিসে গ্রহণ করে প্রতিকার করা হয়। আবেদনপত্র জমা ও সংগ্রহ ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্যে ০৩৮১-২৩২৩৯২৫ এই ফোনে যোগাযোগ করা যাবে।

৫) যদি বাবা বা মা সরকারি চাকুরি করে তবে **১৮ বছরের নীচে** প্রতিবন্ধীদের/ মানসিক বিকলাঙ্গদের বাবা বা মা বাসস্থানের নিকটবর্তী এলাকায় পোষ্টিং-এর সুবিধা পাবেন।

৬) প্রতিবন্ধী সার্টিফিকেট ছাড়াও সঙ্গে রাখার জন্য পরিচয়পত্র পেতে পারে পশ্চিম জেলা প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন কেন্দ্র, শ্যামলী বাজার থেকে।

৭) এন এইচ. এফ. ডি. সি সংস্থা থেকে স্টেট চেনেলাইজিং এজেন্সি (এস. সি. কোপারেটিভ ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন লিমিটেড, লেইক চৌমুহনী) থেকে মাইক্রো ক্রেডিট লোন পাওয়া যাবে।

৮) ব্লক অফিসের ডি. আর. ডি এ সেকশানে অথবা জেলা ডি. আর . ডি এ অফিসে যোগাযোগ এর মাধ্যমে স্ব-সহায়ক দল ও কম সংখ্যাক নূন্যতম সংখ্যা গরিষ্ঠতায় বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা পেতে পারে।

৯) আয়কর আইনের ৮০ (ক) ধারা অনুসারে প্রতিবন্ধী কর্মী মোট আয়ের থেকে ৪০,০০০ টাকা ছাড় পাবেন।

১০) হিন্দু যৌথ পরিবারে কোন পরনির্ভরশীল প্রতিবন্ধী থাকলে তার চিকিৎসা ও রক্ষণাবেক্ষনের জন্য বছরে ৪০০০০ টাকা ছাড় পাবে একজন কর্মী।

বয়স ভিত্তিক প্রতিবন্ধীদের জন্য অন্যান্য সুযোগ সুবিধা

০ (শূন্য) থেকে ১০ বছরের জন্যে	১) শূন্য থেকে তিন বছর তাকে খুব দ্রুত ভাষা শেখা ও স্বাভাবিক বাচ্ছাদের সঙ্গে খেলাধূলার ব্যবস্থা করে দিতে হবে অভিভাবককে। ২) শূন্য থেকে তিন বছর বয়সে সুসংহত প্রকল্পের আওতায় অবশ্যই আনতে হবে তার স্বাভাবিক বিকাশের জন্য। ৩) সমাজ-কল্যাণ ও শিশু শিক্ষা দপ্তরের পরিচালনায় নিম্নলিখিত আবাশিক বিদ্যালয়গুলিতে প্রতিবন্ধীদের ভর্তির ব্যবস্থা আছে ঃ- ☞ মূক ও বধির শিশুদের বাক্‌পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান, অভয়নগর-এ ৪ বছরের প্রি-প্রাইমারী কোর্সে ভর্তির জন্যে ৪ থেকে ৮ বছর বয়সি শিশুদের নির্বাচিত করা হয়। যে কোন অফিস খোলার দিনে এই ফোন নম্বাবে যোগাযোগ করা যেতে পারে ফোন নং ০৩৮১-২৩২৫৫৬৫। ☞ দৃষ্টিহীন বিদ্যালয় (বালক) প্রাক্- প্রাথমিক স্তর থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত নরসিংগড়, পশ্চিম ত্রিপুরা। ০৩৮১-২৩৪২২৫১। নূন্যতম ৮ বছরের শিশুদের এই বিশেষ বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করা হয়। বিস্তারিত তথ্যের জন্য এই নাম্বারে যোগযোগ করা যেতে পারে ০৩৮১-২৩৪২২৫১। ☞ দৃষ্টিহীন বিদ্যালয় (বালিকা) মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত (প্রাক্- প্রাথমিক স্তর সেবক) অরুন্ধতিনগর, বাঁধারঘাট, আগরতলা। ০৩৮১-২২৩০১২৯। নূন্যতম ৮ বছরের বালিকা শিশুদের এই বিশেষ বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করা হয়। বিস্তারিত তথ্যের জন্য এই নাম্বারে যোগযোগ করা যেতে পারে ০৩৮১-২২৩০১২৯।
৩ বছরের উর্দ্ধে	১) জ্ঞান প্রভা প্রকল্পে স্কুল পাশ করার পর অথবা স্কুলে পড়েনি কিন্তু বাড়ীতে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে এমন মানসিক প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের ৭০০ টাকা হারে স্কলারশীপ পাওয়ার ব্যবস্থা আছে। (মাসিক পারিবারিক আয় ১৫,০০০ টাকার নীচে হতে হবে)। আবেদনপত্র সংগ্রহ, জমা ও স্কলারশীপ পাওয়ার জন্য স্বাবলম্বন (All Tripura SC, ST & Minorities Upliftment Council) রামনগর ১নং রোডে, ফোন নং-২২০৮৫০৭ এবং মোবাইল নং- ৯৪৩৬১২৩০৬৯/ ৯৪৩৬৪৬০৭২১-এ যোগাযোগ করা যাবে।
১০-১৮ বছরের জন্যে	১) স্কুলে বিনামূল্যে ভর্তি বাধ্যতামূলক ৩ শতাংশ সংরক্ষণ আইনতঃ বাধ্য। ২) স্কুলের পরীক্ষায় ২০ মিনিট অতিরিক্ত সময় পাবে। ৩) প্রতি বিষয়ে পরীক্ষা ৫ নম্বর বেশী পাবে মোট প্রাপ্ত নম্বর থেকে। ৪) স্কুলে একজন সহকারি লেখক পাবে যদি দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী হয়। শুধু পরীক্ষায় বসার জন্যে একজন সাহায্যকারী ভাতা পাবে যদি দৃষ্টিহীন বা তীব্র প্রতিবন্ধী হয়। বিদ্যালয়ের সিলেবাস এ দৃষ্টিহীনদের জন্য জ্যামিতি / ছবি আঁকা বিষয়ের পরিবর্তে অন্য কিছু রাখতে হবে।
১৮ বছরের উর্দ্ধে	১) National Handicapped and Financial Development Corporation (NHFDC)- থেকে Micro Credit ও অন্যান্য Loan ও পাওয়া যাবে, Tripura SC Co-operative Development Corporation Ltd., লেইক চৌমুহনী, আগরতলার মাধ্যমে, এর জন্য ২২২-৬৫৪৩ ফোন নং এ যোগাযোগ করা যেতে পারে। ২) মানসিক বিকলাঙ্গরা ৫ শতাংশ হারে ঋণ পেতে পারে, ভারতে ও তার বাইরে বিদেশে পড়াবার জন্য বা বৃত্তিমূলক ট্রেনিং-এর জন্য কম সুদের হারে ঋণ পেতে পারে যাদের পারিবারিক আয় ষাঠ হাজার টাকা থেকে দুই লক্ষ টাকা। ৩) ভারত সরকার ত্রিপুরার সকল বিকলাঙ্গ ব্যক্তিদের বৃত্তিমূলক পূণর্বাসনের জন্য ইন্দ্রনগরস্থিত আই টি কম্পলেক্সে বিকলাঙ্গ বৃত্তিমূলক পূণর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন করেছে। উক্ত কেন্দ্র থেকে সুযোগ সুবিধা পেতে গেলে ফোন নং ০৩৮১-২৩২৫৬৩২ এ যোগাযোগ করা যেতে পারে। ৪) জেনারেল লাইনের কলেজে দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধীদের বিনামূল্যে ভর্তি বাধ্যতামূলক। ৩ শতাংশ সংরক্ষণ আইনতঃ বাধ্য। ৫) দৃষ্টিহীন বেকার ভাতা ১,০০০ টাকা প্রতিমাসে সর্বোচ্চ ৫ বছর পেতে পারে তবে তার তিনটি শর্ত আছে। (ক) দু-বছর স্পেশাল এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নাম থাকতে হবে। (খ) Class-VIII পাশ হতে হবে। (গ) ১৮ বছরের উপর হতে হবে। আবেদনপত্র সংগ্রহ, জমা ও ভাতা পাওয়ার জন্য CDPO

অফিসে যোগাযোগ করতে হবে

৬) কোন প্রতিবন্ধীকে বিয়ে করলে নগদ ৫০০০ টাকা পুরস্কার পেতে পারে। আবেদনপত্র সংগ্রহ, জমা ও এককালীন অনুদান পাওয়ার জন্য নিকটস্থ CDPO অফিসে যোগাযোগ করতে হবে।

৭) মানসিক বিকলাঙ্গদের অভিভাবক সার্টিফিকেট/ তার সম্পত্তির অভিভাবক ন্যাশনাল ট্রাস্ট এ্যাক্ট অনুসারে উত্তর, দক্ষিণ, পশ্চিম ও ধলাই জেলা শাসক-এর কাছে আবেদনের মাধ্যমে পেতে পারে। এতে বিভিন্ন ঋণ পেতে সুবিধা হয়।

৮) যারা সরকারি নন-গেজেটেড পদে চাকুরী করেন তারা পরিবহন ভাতা ১০০ টাকা এবং শুধু দৃষ্টিহীনরা ১৫০ টাকা প্রতি মাসে পান।

৯) পৌর এলাকার দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধীদের পৌর কর ছাড় হবে।

১০) প্রতিবন্ধীদের চাকুরীর জন্য স্পেশাল এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের ব্যবস্থা আছে তাতে নাম নথিভুক্ত করতে হয়। আগরতলা, অফিস লেইন এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ অফিসে যোগাযোগ করতে হবে।

১১) টাইপ প্রশিক্ষণ ছাড়াই করণিক পদে চাকুরী পেতে পারে।

১২) সরকারী চাকুরীতে প্রতিবন্ধীদের জন্য ৩ শতাংশ সংরক্ষণ আইনতঃ বাধ্য ও সরকারী চাকুরী পাওয়ার ক্ষেত্রে বয়সসীমা অতিরিক্ত ৫ বৎসর শিথিলযোগ্য।

১৩) ব্লক অফিসের ডি আর ডি এ সেকসানে অথবা জেলা ডি আর ডি এ অফিসে যোগাযোগের মাধ্যমে স্ব-সহায়ক দল ও কম সংখ্যক নূন্যতম সংখ্যা গরিষ্ঠতায় বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা পেতে পারে।

১৪) স্কুলে একজন সরকারী লেখক পাবে যদি দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী হয়। শুধু পরীক্ষায় বসার জন্যে একজন সাহায্যকারী ভাতা পাবে যদি দৃষ্টিহীন বা তীব্র প্রতিবন্ধী হয়। বিদ্যালয়ের সিলেভাস ঐ দৃষ্টিহীনদের জন্য জ্যামিতি / ছবি আঁকা বিষয়ের পরিবর্তে অন্য কিছু রাখা যেতে পারে।

১৫) সরকারি কর্মচারী ব্যক্তিগণের যদি কোন নির্ভরশীল মানসিক প্রতিবন্ধী বা বিকলাঙ্গ কন্যা অথবা পুত্র সন্তান থাকে তাহলে উক্ত কর্মচারী অবসরের পরে তার ছেলে/ মেয়ে আজীবন পারিবারিক পেনশন পেতে পারে। তবে নির্দিষ্ট সর্তাঅনুযায়ী।

	শুধু দারিদ্র সীমার নীচে যেসব প্রতিবন্ধীরা আছে
সব বয়সীদের জন্যে	১) DDRC শ্যামলীবাজার, আগরতলা/ধলাই/ কৈলাসহর এবং উদয়পুর মুখ্য স্বাস্থ্য অধিকর্তার অফিসের সহায়তায় কৃত্রিম অঙ্গ ব্যবহার করতে পারে এবং সহযোগী যন্ত্রপাতী পেতে পারে বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে। চিকিৎসার সুযোগ পেতে পারে রাজ্যে ও রাজ্যের বাইরে স্বাস্থ্য দপ্তরের সহায়তায়।
৩ থেকে ১৮ বছরের জন্যে	১) সরকারী বা বেসরকারী স্কুলেই IEDC/ CHILDREN WITH SPECIAL NEED (CWSN) এর আবেদন করা ও আবেদন পত্র জমা দিয়ে স্কলারশীপ পাওয়ার ব্যবস্থা আছে। পোষাকে বছরে ২০০ টাকা ও বছরে ৪০০ টাকা বইয়ের ভাতা পাবে। সর্বমোট, বছরে ১১৫০ টাকা থেকে ১২০০ টাকা পর্যন্ত পাওয়া যায়। যদি স্কুলে পড়ে তবে প্রতি ৫ বছর অন্তর বিনামূল্যে যন্ত্রপাতি পাবে। ২) সমর্থ স্কীমে মানসিক প্রতিবন্ধী আবাসিক BPL ছাত্র-ছাত্রীরা ১৬০০ টাকা করে প্রতি মাসে পায়। যাদের ঐ প্রতিবন্ধকতা বেশী পরিমাণে আছে তারা অরও ২০০ টাকা প্রতি মাসে বেশী পায় বাড়ী থেকে স্কুলে আসা-যাওয়ার জন্য। এব্যাপারে স্টেট নোডাল এজেন্সি সেন্টার (অভয়মিশন, অলত্রিপুরা এস সি, এস টি, এবং আপলিস্ট ম্যান্ট কাউন্সিল) রামনগর রোড নং এ যোগাযোগ করা যেতে পারে। উক্ত অফিসের ফোন নং-২২০-৮৫০৭।
১০ বছরের উর্দ্ধে	১) প্রতিবন্ধী ভাতা @ Rs.300/- হারে পাওয়া যাবে CDPO অফিস থেকে। আবেদনপত্র সংগ্রহ, জমা ও ভাতা পাওয়ার জন্য রাজ্যের যে কোনও CDPO অফিসে যোগাযোগ করা যাবে। ২) ১০ বছর থেকে ১০০% অন্ধভাতা ১০০০ টাকা হারে প্রতিমাসে পাবে। আবেদনপত্র সংগ্রহ, জমা ও ভাতা পাওয়ার জন্য রাজ্যের যে কোনও CDPO অফিসে যোগাযোগ করা যাবে।
১৮ বছরের উর্দ্ধে	১) সমস্ত রকম দারিদ্র দূরীকরম প্রকল্পের সুবিধা ৩ শতাংশ হারে প্রতিবন্ধীদের জন্য ব্যবহৃত হবে। ২) উদ্যমপ্রভা প্রকল্পে যে কোনও প্রকার সরোজগার কাজের জন্যে NHFDC -র মাধ্যমে ব্যাঙ্ক থেকে ৩ শতাংশ হারে মানসিক বিকলাঙ্গরা ১ লাখ টাকা পর্যন্ত পাঁচ বছরের জন্য ঋণ পেতে পারে, যদি BPL হয়। Tripura SC Co-operative Development Corporation Ltd., লেইক চৌমুহনী, আগরতলায় (ফোন নং ২২২-৬৫৪৩) যোগাযোগ করা যাবে।

ত্রিপুরায় বিভিন্ন শ্রেণীর অক্ষম জনসংখ্যার শ্রেণীভূক্ত বিবরণ

	লিঙ্গ	মোট	রুরাল	আরবান	শিক্ষিত	অশিক্ষিত
মোট অক্ষম জনসংখ্যা	ব্যক্তি	৫৮,৯৪০	৪৮,৮০০	১০,১৪০	৩১,০৭৬	২৭,৮৬৪
	পুরুষ	৩৩,৪৬৮	২৭,৬৩৮	৫,৮৩৪	২০,৭২৫	১২,৭৩৬
	মহিলা	২৫,৪৭৯	২১,১৬২	৪,৩১৭	১০,৩৫১	১৫,১২৮
দৃষ্টি	ব্যক্তি	২৭,৫০৫	২২,৫৫৯	৪,৯৪৬	১৫,৭০২	১১,৮০৩
	পুরুষ	১৫,৬২৯	১২,৮২৪	২,৮০৫	১০,৩৯৪	৫,২৩৫
	মহিলা	১১,৮৭০	৯,৭৩৫	২,১৪১	৫,৩০৮	৬,৫৬৮
বাক্	ব্যক্তি	৫,১০৫	৪,২৬৯	৮৩৬	১,৫৭৩	৩,৫৩২
	পুরুষ	২,৮৫৯	২,৪০৩	৪৫৬	৯৭৯	১,৮৯০
	মহিলা	২,২৪৯	১,৮৬৬	৩৮০	৫৯৪	১,৬৫২
শ্রবন	ব্যক্তি	৫,৬৯৯	৪,৯১৪	৭৮৫	২,৭৪৬	২,৮৫৩
	পুরুষ	২,৮০৭	২,৪৩৩	৩৭৪	১,৭৬৩	১,০৪৪
	মহিলা	২,৮৯২	২,৪৮১	৪১১	৮৮৩	১,৯০৯
শারীরিক	ব্যক্তি	১৩,৯৭০	১১,৫৮৮	২,৩৮২	৭,৯৬০	৬,০১০
	পুরুষ	৮,৪৯৬	৭,০০১	১,৪৯৫	৫,৫৮৩	২,৯০৩
	মহিলা	৫,৪৭৪	৪,৫৮৭	৮৮৭	২,৩৬৭	৩,১০৭
মানসিক	ব্যক্তি	৬,৬৬১	৫,৪৭০	১,১৯১	৩,০৯৫	৩,৫৬৬
	পুরুষ	৩,৬৭০	২,৯৭৭	৬৯৩	১,৯৯৬	১,৬৭৪
	মহিলা	২,৯৯১	২,৪৯৩	৪৯৮	১,০৯৯	১,৮৯২

২০০১ সালের পরিসংখ্যান তথ্য অনুসারে ত্রিপুরার অক্ষম জন সংখ্যার বিবরণ

জেলার নাম	লিঙ্গ	মোট	গ্রামীন জনসংখ্যা	শহরের জনসংখ্যা	শিক্ষিত	অশিক্ষিত
পশ্চিম ত্রিপুরা	পুরুষ	১৫১৩৯	১১০১০	৪১২৯	৯৮৮৫	৫২৫৪
জেলা	মহিলা	১১৭৯৯	৮৬৫৯	৩১৪০	৫০৮৫	৬৭১৪
	মোট	২৬৯৩৮	১৯৬৬৯	৭২৬৯	১৪৯৭০	১১৯৬৮
জেলার নাম	লিঙ্গ	মোট	গ্রামীন জনসংখ্যা	শহরের জনসংখ্যা	শিক্ষিত	অশিক্ষিত
দক্ষিন ত্রিপুরা	পুরুষ	৮১৪৩	৭৫২১	৬২২	৪৭২৩	৩৪২০
জেলা	মহিলা	৬১৯২	৫৭৫১	৪৪১	২১৯৫	৩৯৯৭
	মোট	১৪৩৩৫	১৩২৭২	১০৬৩	৬৯১৮	৭৪১৭
জেলার নাম	লিঙ্গ	মোট	গ্রামীন জনসংখ্যা	শহরের জনসংখ্যা	শিক্ষিত	অশিক্ষিত
ধলাই জেলা	পুরুষ	৩০৬২	২৭৮৪	২৭৮	১৬০৬	১৪৫৬
	মহিলা	২২৬৩	২০৮৪	১৭৯	৭৫৫	১৫০৮
	মোট	৫৩২৫	৪৮৬৮	৪৫৭	২৩৬১	২৯৬৪
জেলার নাম	লিঙ্গ	মোট	গ্রামীন জনসংখ্যা	শহরের জনসংখ্যা	শিক্ষিত	অশিক্ষিত
উত্তর ত্রিপুরা	পুরুষ	৭১১৭	৬৩২৩	৭৯৪	৪৫১১	২৬০৮
জেলা	মহিলা	৫২২৫	৪৬৬৮	৫৫৭	২৩১৬	২৯০৯
	মোট	১২৩৪২	১০৯৯১	১৩৫১	৬৮২৭	৫৫১৫

ষ্টেট নোডাল এজেন্সী সেন্টার

ন্যাশনাল ট্রাষ্ট

(গভ: অব ইন্ডিয়া)

অভয়মিশন, রামনগর, রোড নং-১, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা।

যোগাযোগ ঃ ০৩৮১-২২০৮৫০৭, ৯৪৩৬৪৬০৭২১, ৯৮৬২১৮২৭৭৬

নিরাময় স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্প

মানসিক প্রতিবন্ধী, স্নায়ুরোগগ্রস্থ, বাস্তববোধহীন ও বহুবিধ প্রতিবন্ধকতায় আক্রান্ত ব্যক্তিগত ভারত সরকারের ন্যাশনাল ট্রাষ্ট দ্বারা অনুমোদিত " নিরাময় স্বাস্থ্য বীমা" প্রকল্পের সুযোগ গ্রহণ করুন।

নিরাময় স্বাস্থ্য বীমা প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

১) বাস্তববোধহীন, স্নায়ুরোগগ্রস্থ, মানসিক প্রতিবন্ধী ও বহুবিধ প্রতিবন্ধকতায় আক্রান্ত ব্যক্তিদেরকে সমর্থযুক্ত নিরাময় স্বাস্থ্য প্রকল্পের আওতায় আনা।

২) উপরোক্ত প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নবান হওয়ার মানষিকতা সৃষ্টির জন্য উৎসাহিত করা।

৩) উপরোক্ত ব্যক্তিদের প্রচলিত স্বাস্থ্যের উন্নতি ও জীবনযাপন পদ্ধতির উন্নতি সাধন করা।

প্রকল্পের সীমাবদ্ধতা ঃ

প্রতিবন্ধকতা নির্বিশেষে যথা ঃ-

বাস্তববোধহীন (Autism), স্নায়ুরোগগ্রস্থ (Cerebral palsy) মানসিক প্রতিবন্ধকতা (Mental Retardation) ও বহুবিধ প্রতিবন্ধকতা (Multiple Disabilities) যুক্ত ব্যক্তিরা একলক্ষ টাকা নিরাময় স্বাস্থ্য বীমা প্রকল্পের আওতায় মধ্যে আসবে। ত্রিপুরার ক্ষেত্রে এই স্বাস্থ্য বীমার জন্যে কোনো প্রিমিয়াম দিতে হবে না।

২) উক্ত চারটি প্রতিবন্ধকতাযুক্ত সমস্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরাই এই " নিরাময় স্বাস্থ্য বীমা প্রকল্পের মধ্যে আসবে। এবং এর জন্য কোনো নির্বাচন পদ্ধতি থাকবে না।

৩) উক্ত প্রকল্পের সুযোগ গ্রহণের জন্য কোনো পূর্ব নির্দিষ্ট শর্ত থাকবে না।

৪) চিকিৎসার উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনে নিয়মিত পরীক্ষা- নিরিক্ষা, হাসপাতাল ভর্তি হওয়া আনুষঙ্গিক অস্রোপোচার, পরিবহন ও অন্যান্য খরচাদি এই প্রকল্পের আওতায় থাকবে যার জন্য কোনো টাকা/ পয়সা উক্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পক্ষে দিতে হবে না।

৫) হাসপাতালে চিকিৎসার পূর্ব ও চিকিৎসার পরবর্তী সময়ের খরচাদি এই প্রকল্পের আওতায় আসবে যার জন্য প্রকল্প অনুযায়ী কিছু সীমাবদ্ধতা থাকবে।

নিরাময় স্বাস্থ্য বীমার সুবিধার তালিকা

সুবিধার বিবরণ	টাকার সীমাবদ্ধতা
১) নিখরচায় হাসপাতাল থাকাকালিন চিকিৎসা (যার সর্বমোট সীমা, নিম্নলিখিত অনুযায়ী খরচার সীমা সহ)	১,০০,০০ টাকা।
২) বাসস্থানীয় হাসপাতাল চিকিৎসা নাসিংহোম খরচা সহ (৪ দিনের বেশী নয়, প্রতি ঘটনায়)	২৫,০০০ টাকা।
৩) জন্মকালিন প্রতিবন্ধকতা সহ বিদ্যমান (বর্ত্তমান) প্রতিবন্ধকতার সংশোধনীয় অস্ত্রপ্রচার খরচ	২০,০০০ টাকা।
৪) প্রতিবন্ধকতার বৃদ্ধির প্রতিরোধ করার জন্য অস্ত্রপ্রচার খরচ	২০,০০০ টাকা।
৫) অস্ত্রপ্রচারের পরবর্তিকালিন যত্ন ও চিকিৎসা করা	১৫, ০০০ টাকা।
৬) সুস্থ প্রতিবন্ধীদের নিয়মিত ডাক্তারী পরীক্ষা (প্রতিবন্ধকতা প্রতিরোধের জন্যে)	২৫০০ টাকা।
৭) রোগ নির্ণয় পরীক্ষা রঞ্জনরশ্মি পরীক্ষাসহ রোগ অনুসন্ধান করা	১০,০০০ টাকা।
৮) প্রতিবন্ধকতার অসুবিধাসহ চলতি প্রতিবন্ধকতার চিকিৎসা ফিজিওথেরাপির মাধ্যমে	৭,৫০০ টাকা।
৯) ডাক্তারী পরীক্ষার জন্যে পরিবহন ও অ্যাম্বুলেন্স ভাড়া সহ	১৫০০ টাকা।